Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

অভাগীর স্বর্গ

---

১. রাখালের মা কাঙালীকে খড়ের আঁটি জ্বেলে দিয়েছিল কেন?

২. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কবিরাজের বাস কোথায়?

৩. রসিক দুলে গাছ কাটতে গেলে কে তার গালে সশব্দে চড় কষিয়ে দেয়?

৪. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অধর গাছের দাম কত টাকা চাইল?

৫. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কে স্থানীয় লোক নয়?

৬. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী মারা গিয়েছিল কোন রোগে?

৭. কাঙালী কিছু ছুঁয়ে ফেলেছে কিনা এজন্য অধর রায় কী ছড়িয়ে দিতে বললেন?

৮. কিসে চড়ে বামুন মা স্বর্গে যাচ্ছেন বলে কাঙালীর মা মনে করে?

৯. 'মুষ্টিযোগ' মানে কী?

১০. রসিক বেল গাছটি কী কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল?

১১. 'সব ব্যাটারই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়।' - কথাটি কে বলেছিল?

১২. অধর রায়ের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কাঙালী কাঠ চাইতে আর কার বাড়িতে গিয়েছিল?

১৩. 'বর্ষীয়সী' বলতে কী বোঝায়?

১৪. কাঙালী প্রথমবারের মতো অপটু হাতে কী করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল?

১৫. 'দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো' - কে বলেছিল?

১৬. অভাগী রসিক দুলের পায়ের ধুলা চাইল কেন?

১৭. দুলেদের পেশা কী?

১৮. কাঙালীল ভাত খাবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসী কেন বাঁধা দিতে গিয়েছে?

১৯. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর বয়স কত বলে অনুমান করা হয়েছে?

২০. 'বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল।' এখানে বাঘিনী কে?

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১০ বছরের মা মরা মেয়ে রোকেয়া গৃহকর্মীর কাজ করে নিজের এবং অসুস্থ বাবার অন্ন সংস্থান করে। চিকিত্সার অভাবে রোকেয়াকে ছেড়ে এক দিন বাবা ইহধাম ত্যাগ করেন। দাফন-কাফনের খরচ এবং কবরের জায়গা না থাকায় রোকেয়া গাঁয়ের মোড়লের সহযোগিতা চেয়ে খালি হাতে ফিরে আসে। অনন্যোপায় হয়ে বাবার মৃতদেহের পাশে বসে কাঁদতে থাকে। প্রতিবেশী জয়নাল এ খবর পেয়ে রোকেয়ার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং যাবতীয় ব্যবস্থা করে।

ক) কাঙালির মা তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলে কী দেখতে লাগল?

খ) বড় বাড়ির গৃহিণীর মৃত্যুকে কোনো শোকের ব্যাপার বলে মনে হলো না কেন?

গ) উদ্দীপকের জয়নাল এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অধর রায় একে অপরের বিপরীত- ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিষয়টি ছাড়াও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা রয়েছে"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।